CHANNEL i গর্বের ২১ বছর

২১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে

বিশেষ

ক্রোড়পত্র

১ অক্টোবর, ২০১৯

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' এর একুশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি দর্শক-শ্রোতা, কলাকুশলী, শুভানুধ্যায়ীসহ চ্যানেল আই পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। গণমাধ্যম সময়ের কথা বলে, অতীতের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে এবং ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়। গণমাধ্যম কেবল তথ্য, বিনোদন ও সংবাদচিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরে না, গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনমত সৃষ্টিতেও গণমাধ্যমের জুড়ি নেই। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জাতিগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে আমি মনে করি। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। একটির অবর্তমানে অন্যটির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে দেশের গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি আশা করি, এ দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি অবিচল থেকে 'চ্যানেল আই'সহ সকল গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতি গঠনে অব্যাহত অবদান রেখে যাবে। প্রতিষ্ঠার পর হতে চ্যানেল আই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে আসছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই'-এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তা ছাড়াও পরিবেশ ও প্রকৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এ চ্যানেলটি কাজ করে যাচ্ছে। দেশে-বিদেশে আমাদের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে 'চ্যানেল আই' অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'চ্যানেল আই'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যাটেলাইট টিভি 'চ্যানেল আই' একুশ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি চ্যানেল আই-এর পরিচালনা পর্ষদ, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। যা ছিল গণমাধ্যমের বিকাশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা।

দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। গত সাড়ে দশ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার নতুন ৪৫টি টেলিভিশন, ২৮টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে। এসব বেসরকারি টিভি ও রেডিও'র কল্যাণে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করেছি। অন-লাইন গণমাধ্যমকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে 'অন-লাইন গণমাধ্যম নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করেছি।

সাংবাদিকদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। সাংবাদিক সহায়তা ভাতা-অনুদান নীতিমালার আওতায় ২০১১-১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৯৭ জন সাংবাদিককে ১০ কোটি ৭ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছি। এ জন্য জাতীয় সংসদে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাস করা হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। সুস্থ বিনোদনের পথ সুগম করা হয়েছে। আমরা সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছি। সাংবাদিকদের বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য আমরা নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছি। আমরা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনের আওতায় ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা প্রণয়ন করেছি। কোনো মিডিয়াকর্মী হঠাৎ করেই যাতে চাকরিচ্যুত না হয় সেজন্য 'সংবাদপত্র কর্মী (চাকুরির শর্তাবলী) আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর একুশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

চ্যানেল আই তার পথচলার ২০ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ২১ বছরে পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-নার কাঙ্ক্ষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত দেশে গণমাধ্যম আজ উন্নয়নের সহযাত্রী। দেশ মাতৃকার জন্য গণমাধ্যমের এ ভূমিকা থাকুক অব্যাহত।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষিণভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এমপি

অবাক হই চ্যানেল আইকে দেখে

সাবিনা ইয়াসমীন

চ্যানেল আই আমার কাছে এক বিস্ময়। হাসতে হাসতে একেকটি অবাক করার মতো কাজ উপহার দেয় এই চ্যানেলটি। শুরু থেকে এ পর্যন্ত কত যে চ্যানেল আই এর অনুষ্ঠান করেছি, তাদের আমন্ত্রণে দেশে বিদেশে গান গাইতে গেছি, হিসাব নেই। দেখেছি, মানুষ এই টেলিভিশনকে কত ভালোবাসে। কারণ, আমার ভাইতুল্য ফরিদুর রেজা সাগর ও শাইখ সিরাজ অন্যরকম যাদুকরি ক্ষমতায় মানুষকে মুগ্ধ করতে পারেন। তারা তাদের প্রতিটি কাজে সমাজের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মানুষদেরকে সম্পৃক্ত করেন। তারা শুদ্ধ ধারার চর্চা করে ও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এগুলো অনেক বড় কাজ। এগুলোই দেশের কাজ, সংস্কৃতির কাজ।

আমি এখন এক বর্ধিত জীবনে আছি বলা যায়। মহান রাব্বুল আল আমীন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি আবারও সবার মাঝে সঙ্গীতে ফিরতে পেরেছি। এর চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি নেই। এখানে বলতেই হবে, আমার সেই কঠিন সময়টিতে চ্যানেল আই যে দায়িত্ব পালন করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দেশের প্রতিটি শিল্পীর পাশে তারা দাঁড়ায়। আসলে আমাদের দেশের শিল্পীরা সৃষ্টিপ্রাণ কিন্তু বৈষয়িক প্রশ্নে তাদের বড় অংশটি অসহায়। চ্যানেল আই ঠিক এই জায়গাটিতেই প্রসারিত করেছে তাদের আন্তরিকতার হাত। তারা দেশের সব কৃতি শিল্পীদের বুকে টেনে নিয়েই পথ চলছে। পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি বাঙালি চ্যানেল আইকে ভালোবাসে। চ্যানেল আই যা করে তা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে করে। আমাদের দেশের সুস্থ সঙ্গীত চর্চার বিকাশে তাদের বড় অবদান। একই সঙ্গে বলতেই হয়, চলচ্চিত্র, নাটক, সংবাদ, টক শো থেকে শুরু করে সব আয়োজনেই চ্যানেল আই এর জুড়ি নেই।

চ্যানেল আই এর যখন জন্মদিন পালন হয়, আমার ভালো লাগে। 'একটি স্বপ্ন, একটি শপথ, সেই থেকে পথচলা/ সবার আগে দেশ বড়/ সেই কথাটিই বলা.../ চ্যানেল আইয়ের এই সূচনা সঙ্গীত দিনব্যাপী বাজতে থাকে। সারাদেশের চ্যানেল আই এর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এই গান বাজে। গানটিতে আমি কণ্ঠ দিয়েছি সে জন্য নয়, একটি টেলিভিশনের পথচলার এই অঙ্গীকার আমার কাছে অনেক দামী। যেমন চ্যানেল আই এর স্লোগান 'হৃদয়ে বাংলাদেশ', এটিও উদ্যোক্তাদের চেতনা ও বিশ্বাসের গভীর জায়গাটিকে জানতে সাহায্য করে।

আমি চ্যানেল আই-এরই একজন। এই পরিবারেরই একজন হিসেবে অনেক কাজও করেছি। চ্যানেল আই এর বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে মিশে থেকেছি। যুগের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার তুলনা নেই। অনেক সময় নানারকমের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করেও তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। সব কাজের ক্ষেত্রেই তারা মানুষের উপকারকে গুরুত্ব দেয়, এটিই সত্যিকারের দায়িত্বশীলতা। চ্যানেল আই কৃষি নিয়ে যে অনুষ্ঠান করে তা আমাদের দেশের সব মানুষের জন্যই দারুণ উপকারের কাজ। শাইখ সিরাজের এই অনুষ্ঠানটি দেশে ও দেশের বাইরে এক অন্যরকম জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এই অনুষ্ঠানটির সূচনা সঙ্গীতটিও আমি সৈয়দ আবদুল হাদীর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছি। কী সুন্দর কথা 'আর ভেবো না বাংলাদেশ, নতুন খবর শোনো/ দেশকে জানো, বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় আনো.../। এখানেও রয়েছে অন্যরকম প্রত্যয়। চ্যানেল আইয়ের এমন জনহিতকর বড় বড় কার্যক্রম রয়েছে। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে তৃতীয় মাত্রা, 'প্রকৃতি ও জীবন', গানে গানে সকাল শুরু অনুষ্ঠানের কথা।

এই তো সেদিনের কথা। চ্যানেল আই যাত্রা শুরু করলো। এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে বিশ বছর। সত্যিই অবাক হচ্ছি। চোখের পলকেই যেন বহুদিন পেরিয়ে গেছে। আমার ভালো লাগে, এই সময়ের মধ্যে চ্যানেল আই মানুষের অন্তরে যত বৈচিত্রময় ক্ষেত্রে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, একটি গণমাধ্যম হিসেবে এই অর্জনটি মনে হয় বিরল।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শুভেচ্ছা

২২ বছর আগে অনেকগুলো সন্ধ্যা আমাদের কেটেছে একইভাবে। বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সিদ্ধেশ্বরীর ইমপ্রেস টেলিফিল্মের অফিসে। দেয়ালের মধ্যে নানা লোগো। বন্ধুদের, পরিচিতজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে পছন্দ করতে বলা হলো। কোন্ লোগো পছন্দ, কতজন কোন্ লোগো পছন্দ করল সেটা লেখা থাকত।

একসময় আমি আর শাইখ সিরাজ খেয়াল করলাম লোগো ডিজাইনগুলো থেকে একেকজন একেকরকম পছন্দ করছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই প্রায় একমত। লোগোতে লাল আর সবুজ রংটি সবাই চায়। কারণ এটি আমাদের পতাকার রং। প্রাণের রং। পতাকার সেই রং দুটি ব্যবহার করে তৈরি হলো চ্যানেল আইয়ের লোগো। তৈরি হলো স্যাটেলাইট চ্যানেলের জন্য প্রথমবারের মতো বড় আকারে দেশের গান। চ্যানেলের অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় এলো দেশের কথা। বিশেষ দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে দেখা গেল দুজন উপস্থাপকের হাতে দুই রঙের মাইক্রোফোন।অবশ্যই একটির রং লাল আর অন্যটির রং সবুজ। পথ দিয়ে এখন একটা মোটরসাইকেল চলে গেলে দেখা যায় আরোহী দুজনের হেলমেট দুই রং। লাল আর সবুজ। টেলিভিশনের পর্দায় দুজন উপস্থাপক থাকলে একজন পরে লাল পাঞ্জাবি, আরেকজন সবুজ শাড়ি। কারণ এখন সবাই বুঝে গেছে আমাদের পতাকার মধ্যে থাকা লাল সবুজ রং আমাদের হৃদয়ের কথা বলে। যখনই চ্যানেল আইয়ের পর্দায় লাল সবুজ লোগো ভেসে ওঠে তখনই হৃদয়ে থাকে বাংলাদেশ। লাল সবুজ আমাদের শক্তির কথা বলে। সর্বোপরি লাল সবুজের প্রতি ভালোবাসা মানে দেশের প্রতি ভালোবাসা।

কী অবাক ব্যাপার, দেখতে দেখতে কেটে গেল বিশটি বছর। এই লাল-সবুজকে হৃদয়ে আর চোখের পাতায় ধারণ করে চ্যানেল আই পদার্পণ করছে গর্বের একুশ বছরে। লাল-সবুজের পাশাপাশি, আপামর দর্শক-যারা দেশ বিদেশের মাটিতে বসে চ্যানেল আই দেখছেন, এককথায় তারা সবাই আমাদের পরম শক্তি। অনুপ্রেরণার উৎস। জন্মদিনের এই উচ্ছ্বাস-লগ্নে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

ফরিদুর রেজা সাগর

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের শুভেচ্ছা

বিশ বছর আগে যখন চ্যানেল আই-এর জন্ম হচ্ছে, তখন মানুষের চিন্তা ও রুচি ছিল অন্যরকম। আমরা ভেবেছি মানুষের প্রয়োজন, সুস্থ বিনোদনের কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সুস্থধারার দিকে গভীর মনোযোগ রেখেছি। টেলিভিশন নামের বাক্সটিকে সত্যিকার অর্থে 'যাদুর বাক্স' ভেবেছি। একটি অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে গিয়ে বহু কথা চিন্তা করতে হয়েছে। মানুষ ঘরে বসে যেটি দেখবে, তার মধ্যে জনহিতকর বিষয় থাকতে হবে। কোনো বিকৃত বা সস্তা কিছুকে তুলে ধরা যাবে না। এতে মানুষের যেমন অকল্যাণ হতে পারে, আমাদের গণমাধ্যমেরও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা ভেবেছি ভাষা নিয়ে, ভেবেছি সংস্কৃতি নিয়ে, ভেবেছি পরিমিতি নিয়ে। চেষ্টা করেছি সংযমের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে এমন কিছু উপস্থাপন করতে, যার মাধ্যমে মানুষই টের পাবে গণমাধ্যমের শক্তি। আমরা আমাদের সেই অঙ্গীকারের জায়গাটিতে একই রকম থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশ আর গণমাধ্যমের বহুমুখি ও বহুরূপী ভাংচুরের যুগে অন্যরকম এক প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছে সুস্থধারার গণমাধ্যম। অবারিত অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমের যুগে যখন প্রচার, প্রকাশ বা পরিবেশনের কোনো সম্পাদনা ও পরিমিতি থাকছে না, সেখানে মানুষের রুচিকে সুস্থধারার পক্ষে ধরে রাখাটি অন্যরকম এক চ্যালেঞ্জ।

তারপরও বিশ্বাস করি, টেলিভিশন নামের এই গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে নির্মাণের শৌকর্য্য ও রুচির জায়গাটি। মানুষ ঠিকই তার শুদ্ধতার ক্ষেত্রটি খুঁজে নিতে পারবে। যুগসন্ধীকালীন যে ধোঁয়া উড়ছে, তা সরিয়ে মানুষ ঠিকই সঠিক আগুনকে খুঁজে নিতে পারবে। টেলিভিশন দিনে দিনে আরো বেশি শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে কারণ, মানুষ এখন সেটি দেখতে পাচ্ছে কম্পিউটার, ট্যাব থেকে শুরু করে হাতের মুঠোয় থাকা মোবাইলে। অদূর আগামীতে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। এগুলো সময়েরই দান। সভ্যতা এগিয়ে যাবে, বিজ্ঞান বিকশিত হবে। মানুষ ঠিকই খুঁজে নেবে তার কল্যাণের জায়গাটি।

একুশ বাঙালি জাতির অহংকার। এর সঙ্গে মিশে আছে আমাদের ভাষার স্বাধীনতা অর্জনের মহান স্মারক। বিশ পেরিয়ে একুশ মানে তারুণ্যের সবচেয়ে সেরা সময়। চ্যানেল আই ঠিক সেই জায়গাটিতে আজ। শুভক্ষণে চ্যানেল আই এর সামনে পেছনের সব মানুষের প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

শাইখ সিরাজ